ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

বনাম

মান্নাৎ জোহল ও অন্যান্যরা ইত্যাদি ইত্যাদি

(২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নম্বর ৪০৭৯-৪০৮১)

এপ্রিল ২৩, ২০১৯

[অভয় মনোহার সেপ্রে এবং দীনেশ মহেশ্বরী, বিচারপতিদ্বয়]

মোটরযান আইন, ১৯৮৮ - বিপরীত দিক থেকে আসা এক 'আরএসজে'-এর গাড়িতে একটি তেলের ট্যাঙ্কার ধাক্কা মারে, যার মধ্যে তার স্ত্রী ও সন্তানরাও ছিলেন - 'আরএসজে' মারা গেছেন - মৃতের বাবা-মা এবং মৃতের স্ত্রী ও নাবালক সন্তানদের দাখিল করা দাবিতে বলা হয়েছে যে, দুর্ঘটনার ঠিক আগে তিনি ৩৮ বছর বয়সী, একটি কোম্পানিতে জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং) হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং বার্ষিক মোট বেতন ৩,২১,৮০১.৬০ টাকা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেতেন; এবং তাকে সহযোগী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদোন্নতির কথা ছিল - ট্রাইব্যুনাল দাবিদারদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩৭,৭১,০০০ টাকা এবং অন্যান্য সুবিধাসহ ১২% হারে সুদ প্রদান করে। - হাইকোর্ট ক্ষতিপূরণ ৪৭,৯৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি করে এবং ৭.৫% হারে সুদসহ ৪৮,০০,০০০ টাকা বৃদ্ধি করে। – আপিলের সময়, স্থি করা হয়েছে: ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে গুণিতকের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক ত্রুটি এবং ত্রুটি ছিল – ট্রাইব্যুনাল, মৃত ব্যক্তির শেষ টানা ভাতা গ্রহণের পরিবর্তে, প্রত্যাশিত পদোন্নতি এবং বেতন সংশোধনের পরে তার বর্ধিত ভাতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কোনও ব্যবস্থা করেনি – ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রণয় শেঠির মামলার নীতিগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় – হাইকোর্ট কর্তৃক প্রণয় শেঠির মামলায় বর্ণিত নীতিগুলির সাথে কমবেশি সঙ্গতিপূর্ণ – একমাত্র সন্দেহজনক বিষয় হল যে হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির শেষ টানা ভাতার উপর কেবলমাত্র ৪০% ভবিষ্যত সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছে এবং ৫০% নয় যদিও তাকে একটি স্থায়ী চাকরিতে দেখানো হয়েছিল যেখানে ভবিষ্যতে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং বেতন সংশোধনও করা হয়েছে – তবে, তথ্যের ভিত্তিতে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি – হাইকোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক ক্ষতি যুক্তিসঙ্গত এবং কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই – হাইকোর্ট ৭.৫% বার্ষিক সুদের উপাদানটি যুক্তিসঙ্গত হারে পরিবর্তন করেছে – এর চেয়ে বেশি হারে সুদের অনুমতি দেওয়ার কোনও কারণ নেই –

হাইকোর্টের যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দাবিদারদের দ্বারা শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য পরিমাণ ন্যায্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে রয়ে গেছে-হস্তক্ষেপের জন্য কোনও মামলা করা হয়নি।

ক্ষতিপূরণ - মৃত ব্যক্তির নিয়োগকর্তার কাছ থেকে দাবিদারদের প্রাপ্ত এক্স-গ্রাশিয়ার পরিমাণ - দাবিদারদের প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ থেকে যদি এটি কেটে নেওয়া হয় - শশী শর্মার মামলার উপর নির্ভর করে বীমাকারীর আবেদন যে দাবিদারদের প্রাপ্ত এক্স-গ্রাশিয়ার পরিমাণ হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ থেকে কেটে নেওয়া হোক - স্থির করা হয়েছে: শশী শর্মার সিদ্ধান্ত বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না - হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণে কোনও কর্তন নেই।

ক্ষতিপূরণ-যানবাহন দুর্ঘটনা-ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন-কারণগুলি-আলোচনা করা হয়েছে।

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ ১.১) তাঁর মামলায় হাইকোর্টের সংশোধিত রায়টি ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ হিসাবে রয়ে গেছে এবং এই আপিলগুলির কোনওটিতেই হস্তক্ষেপের কোনও মামলা করা হয়নি। মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবির পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময়, দাবিদার/দের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৭,৮] [৬৯২-সি-ডি]

১.২)বর্তমানের মতো একটি ক্ষেত্রে, যানবাহন দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কিত, "ন্যায়সঙ্গত" ক্ষতিপূরণ প্রদানের যে কোনও প্রক্রিয়ায় এমন পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির মূল্যায়ন জড়িত থাকে যা যুক্তিসঙ্গতভাবে ভুক্তভোগীর মৃত্যুর কারণে দাবিদারদের উপর নির্ভরশীলতার ক্ষতি হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। অন্য কথায়, এই ধরনের প্রক্রিয়া, তার প্রকৃতির দ্বারা, আর্থিক অবদানের মূল্যায়ন জড়িত যা দাবিদাররা দুর্ঘটনার কারণে অকাল সমাপ্তির মুখোমুখি না হলে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।এই ধরনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে, যদিও কিছু মৌলিক তথ্য, যেমন মৃত ব্যক্তির বয়স, চাকরি এবং আয় এবং নির্ভরশীলদের সংখ্যা এবং তাদের নির্ভরতার পরিমাণ, রেকর্ডে থাকা প্রমাণ থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে, তবুও, বেশ কয়েকটি অনিশ্চিত কারণও কার্যকর হয়, যেমন মৃত ব্যক্তির ভবিষ্যত সম্ভাবনা এবং মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অপ্রতিরোধ্য বিষয়।

যেহেতু এই প্রক্রিয়াটি, তার স্বভাবগতভাবেই, প্রচুর অনুমানের সাথে জড়িত, তাই এই আদালত, বছরের পর বছর ধরে, বেশ কয়েকটি নীতি বিকশিত এবং প্রয়োগ করেছে যাতে `যতদূর সম্ভব, মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি` অভিন্ন থাকে, একই পরিস্থিতিতে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণে বৈষম্য রোধ করা যায়। [অনুচ্ছেদ ৯] |৬৯৩-বি-ই]

১.৩) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়টি গুণক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক ত্রুটি ও ত্রুটির সম্মুখীন হয়েছিল। ট্রাইব্যুনাল, মৃত ব্যক্তির শেষ টানা পারিশ্রমিক গ্রহণের পরিবর্তে, প্রত্যাশিত পদোন্নতি এবং বেতন পুনর্বিবেচনার পরে তার বর্ধিত প্রজেক্টেড পারিশ্রমিক নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে, এরপরে, ট্রাইব্যুনাল ভবিষ্যতের কোনও সম্ভাবনার ব্যবস্থা করেনি। ট্রাইব্যুনাল কর উপাদানের জন্য কোনও ছাড়ও দেয়নি। উপরন্তু, ট্রাইব্যুনাল মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ কেটে নিয়েছিল যদিও তার উপর পাঁচজন নির্ভরশীল ছিল। তারপর, ট্রাইব্যুনাল ১৬-এর গুণক প্রয়োগ করে।আপাতদৃষ্টিতে, ট্রাইব্যুনালের মূল্যায়নকে মেনে নেওয়া যেত না, কারণ এটি প্রণয় শেঠি মামলার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। অন্যদিকে, হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির শেষ তোলা ভাতার অঙ্কটি গ্রহণ করে আয়কর হিসেবে কর্তন করে। এরপর, হাইকোর্ট ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতার ৪০% হারে এবং ব্যক্তিগত ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ কর্তন করে। এই পদ্ধতিতে, হাইকোর্ট গুণিতকের অঙ্কটি ৩,১৫,০০০/- টাকায় পৌঁছে। এই গুণিতকের উপর, হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির ৩৮ বছর বয়স বিবেচনা করে ১৫ এর গুণক প্রয়োগ করে এবং তাই, আর্থিক ক্ষতির হিসাব ৪৭,২৫,০০০/- টাকা করে। হাইকোর্ট আরও কনসোর্টিয়ামের ক্ষতির জন্য ৪০,০০০/- টাকা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচের জন্য ১৫,০০০/- টাকা এবং সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ১৫,০০০/- টাকা প্রদান করে; এবং অবশেষে মোট ক্ষতিপূরণ ৪৭,৯৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পূর্ণসংখ্যায় ৪৮,০০,০০০/- টাকা করা হয়েছে [অনুচ্ছেদ ১০,১১] |৬৯৫-এইচ; ৬৯৬-এ-ই]

১.৪) হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যায়ন প্রণয় শেঠিতে বর্ণিত নীতিমালার সাথে কমবেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। একমাত্র সন্দেহজনক বিষয় হল যে হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির শেষ টানা বেতনের উপর ৫০% নয় বরং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য ৪০% হারে বৃদ্ধির বিধান রেখেছিল। যদিও তাকে একটি স্থায়ী চাকরিতে দেখানো হয়েছিল যেখানে ভবিষ্যতে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং বেতন সংশোধনও করা হবে।

তবে, বর্তমান মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণের কোনও পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে বিবেচনা করা হয় না। [অনুচ্ছেদ ১১.১] [৬৯৬-এফ-জি]

১.৫) মৃত ব্যক্তির এক বছরের মোট বেতন হিসেবে দাবিদারদের ৩,২১,৮০১/- টাকা প্রদান করেছিল নিয়োগকর্তা। **শশী শর্মার** মামলায়, সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ মৃত ব্যক্তির আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করছিল, হরিয়ানা মৃত সরকারি কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য সহানুভূতিশীল সহায়তা বিধি, ২০০৬ ('২০০৬ সালের নিয়ম') এর ৫ নম্বর নিয়ম অনুসারে, যার অধীনে, একজন সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পর, পরিবার আর্থিক সহায়তা হিসাবে মৃত কর্মচারীর দ্বারা নির্ধারিত সময়ের জন্য গৃহীত বেতন এবং অন্যান্য ভাতার সমপরিমাণ অর্থ পেতে থাকবে এবং উক্ত সময়ের পরে, পরিবার পারিবারিক পেনশন পাওয়ার অধিকারী হবে। ২৫,০০০/- টাকা এক্স-গ্র্যাশিয়া প্রদানের পাশাপাশি পরিবারটি এক বছরের জন্য সরকারি বাসস্থান ধরে রাখার অধিকারী হবে। সেবাস্তিয়ানি লাকরা সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চ **শশী শর্মার** সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা এবং পৃথক করেছে। [অনুচ্ছেদ ১২,১২.১] |৬৯৬-জি-এইচ; ৬৯৭-এ-ডি]

১.৬)বর্তমান ক্ষেত্রেও এটা দেখানো হয়নি যে, দাবিদারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কোনও পরিষেবা বিধির অধীনে ছিল কি না এবং তা **শশী শর্মার** ক্ষেত্রে যেমন ছিল তেমনই অব্যাহত সহায়তা হবে কি না। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণের মধ্যে কোনও ছাড়ের প্রয়োজন বলে মনে হয় না। ট্রাইব্যুনাল ১২ শতাংশ হারে সুদ মঞ্জুর করেছিল। তবে এই বিষয়গুলিতে সাধারণভাবে যা ধারণা করা হয় তার তুলনায় এটি খুব বেশি ছিল। হাইকোর্ট, পুরস্কারের পরিমাণের যথেষ্ট বৃদ্ধি করার পরে, সুদের উপাদানটিকে যুক্তিসঙ্গত হারে ৭.৫ শতাংশ হারে সংশোধন করে।এবং এই বিষয়ে হাইকোর্টের অনুমোদিত সুদের চেয়ে বেশি হারে সুদ মঞ্জুর করার কোনও কারণ পাওয়া যায় না। হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাবিদারদের দ্বারা শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য পরিমাণ ন্যায্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে রয়ে গেছে এবং হস্তক্ষেপের কোনও মামলা করা হয় না। [অনুচ্ছেদ ১২.২,১৩ ও ১৪] [৬৯৯-সি-ডি; এফ-এইচ; ৭০০-এ]

ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি ও অন্যান্যরা ২০১৭ এসিজে ২৭০০ (এসসি)-অনুসরণ করা হয়েছে।

রিলায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম শশী শর্মা অ্যান্ড অন্যান্যরা, ২০১৬ এসিজে ২৭২৩ (এসসি)-প্রযোজ্য নয়।

সরলা ভার্মা এবং অন্যান্যরা বনাম দিল্লি পরিবহন কর্পোরেশন এবং অন্যান্যরা ২০০৯ এসিজে ১২৯৮ (এসসি); সেবাস্তিয়ানি লাকরা ও অন্যান্যরা বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যান্যরা ২০১৯ এসিজে ৩৪ (এসসি)-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

২০১৭ এসিজে ২৭০০ (এসসি)	অনুসরণ করেছে	অনুচ্ছেদ ৩
২০০৯ এসিজে ১২৯৮ (এসসি)	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৩
২০১৬ এসিজে ২৭২৩ (এসসি)	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ৬
২০১৯ এসিজে ৩৪ (এসসি)	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৬

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৪০৭৯-৪০৮১।

২০০০ সালের ১১৩৬, ১৪৩৪ এবং ১৪৩৫ নং এফ. এ. ও-তে চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ০৬.০৭.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৪০৮২-৪০৮৩।

সঙ্গে

অভিষেক কুমার, সুধীর নাগর, অরুণ নাগর, শ্রীমতী তনুজ বাগা, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

দীনেশ মহেশ্বরী, বিচারপতি

১) দাবিদারদের পক্ষে দায়ের করা পিটিশনে আইনী প্রতিনিধিদের প্রতিস্থাপনের আবেদন অনুমোদিত; উভয় পিটিশনে নামযুক্ত আইনী প্রতিনিধি প্রতিস্থাপিত হবে। দাবিদারদের পক্ষে দায়ের করা পিটিশনে বিলম্বকে ক্ষমা করা হয়েছে।

১.১) উভয় আবেদনে অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২) দুর্ঘটনাজনিত গাড়ির বীমাকারী এবং দাবিদারদের দ্বারা যথাক্রমে যানবাহন দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ দাবি সম্পর্কিত এই ক্রস-আপিলগুলি

০৬.০৭.২০১৮ তারিখের সাধারণ রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত, যা ২০০০ সালের এফ.এ.ও নং ১১৩৬ (ও এবং এম) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে পাস হয়েছে, যেখানে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার হাইকোর্ট দাবিদারদের দ্বারা দায়ের করা ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির জন্য আপিলের অনুমতি দিয়েছে এবং ২৭.০১.২০০০ তারিখের সাধারণ রায় সংশোধন করেছে। চণ্ডীগড়ের মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ১৯৯৬ সালের এম.এ.সি.টি. মামলা নং ৮০ এবং ১৯৯৬ সালের ৮৪ -এ যথাক্রমে দায়ের করা হয়েছিল। মৃত শ্রী রাজপাল সিং জোহালের বাবা-মা এবং স্ত্রী এবং সন্তানরা।

৩)০৬.০৭.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশে, হাইকোর্ট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ১২% হারে সুদ সহ ৩৭,৭১,০০০/- টাকার পরিবর্তে, দাবির আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত ৭.৫% হারে সুদ সহ ৪৮,০০,০০০/- টাকা প্রদান করেছে। হাইকোর্ট মূলত ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি ও অন্যান্যরা: ২০১৭ এসিজে ২৭০০ (এসসি) এবং সরলা ভার্মা ও অন্যান্যরা: ২০১৭ এসিজে ১২৯৮ (এসসি) মামলায় এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত নীতিমালার উল্লেখ করে এই বৃদ্ধির অনুমতি দিয়েছে।

৪) এই আপিলগুলিতে, একদিকে, লঙ্ঘনকারী গাড়ির বীমাকারী এই ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে যে, আর্থিক ক্ষতির মূল্যায়ন করার সময়, দাবিদারদের দ্বারা প্রাপ্ত অনুগ্রহের পরিমাণ মৃত ব্যক্তির নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কেটে নেওয়ার যোগ্য, অন্যদিকে, দাবিদাররা হাইকোর্টের সুদের হার কমানোর বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

৪.১) অতএব, এই আপিলগুলিতে বিবেচনার জন্য মৌলিক প্রশ্ন হল যে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কি ন্যায্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নাকি কোনও পরিবর্তনের জন্য একই দাবি?

৫) বিষয়টির পটভূমির দিকগুলি, যা এখন পর্যন্ত হাতে থাকা প্রশ্নের জন্য প্রাসঙ্গিক, সংক্ষেপে নিম্নরূপ লক্ষ্য করা যেতে পারেঃ

৫.১) ৩০.১২.১৯৯৫ তারিখে দুপুর ১টার দিকে আসামের বাগারি পুলিশ ফাঁড়ির কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে, যখন মৃত শ্রী রাজপাল সিং জোহাল তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে কাজিরাঙ্গা থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি, যার নিবন্ধন নম্বর এ.এস.-০১-৯৫২৬ ছিল, বিপরীত দিক থেকে আসা মৃত ব্যক্তির চালিত গাড়ির সাথে ধাক্কা খায়।

মৃত ব্যক্তি এই দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা যান এবং তাঁর স্ত্রীও আহত হন এবং তাঁদের দুই সন্তান গুরুতর আঘাত পান।

৫.২) দুর্ঘটনায় আহত শ্রী রাজপাল সিং জোহালের মৃত্যুর কারণে, চণ্ডীগড়ের মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনালে দুটি দাবির আবেদন জমা পড়ে: একটি ১৪.০৫.১৯৯৬ তারিখে মৃত ব্যক্তির বাবা-মা কর্তৃক, যা ১৯৯৬ সালের এমএসিটি মামলা নং ৮০; এবং আরেকটি ২২.০৫.১৯৯৬ তারিখে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী এবং নাবালক সন্তানদের দ্বারা, যা ১৯৯৬ সালের এমএসিটি মামলা নং ৮৪। দাবির আবেদনের সারমর্ম ছিল যে, তেল ট্যাঙ্কারটি বেপরোয়াভাবে এবং অবহেলার সাথে চালানোর কারণে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার জন্য মৃত ব্যক্তির অকাল মৃত্যু হয়। দাবি করা হয়েছিল যে মৃত ব্যক্তির বয়স ৩৮ বছর; তিনি মোহালির পাঞ্জাব ওয়্যারলেস সিস্টেম লিমিটেডে জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং) হিসেবে কর্মরত ছিলেন; দুর্ঘটনার ঠিক আগে তিনি ৩,২১,৮০১.৬০ টাকা বার্ষিক বেতন এবং ভাতা পেতেন; এবং ১৯৯৬ সালের জানুয়ারীতে তাকে সহযোগী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদোন্নতি দেওয়ার কথা ছিল, যার ফলে তার বার্ষিক বেতন ৩,৫০,০০০/- টাকা বৃদ্ধি পেত। মৃত ব্যক্তির উপর তাদের নির্ভরতা দাবি করে, দাবিদাররা অর্থাৎ মৃতের বাবা-মা, স্ত্রী এবং সন্তানরা অপরাধী গাড়ির চালক, মালিক এবং বীমাকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। মামলার কারণ একই হওয়ায়, এই দুটি দাবির আবেদন একত্রিত করা হয়েছিল এবং ২৭.০১.২০০০ তারিখের সাধারণ রায়ের মাধ্যমে একসাথে বিচার ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

৫.৩)ট্রাইব্যুনালের সামনে, অপরাধমূলক গাড়ির চালক একপক্ষীয়ভাবে থেকে যায়, যদিও এর মালিক চালকের পক্ষ থেকে কোনও অবহেলার কথা অস্বীকার করেন এবং বরং অভিযোগ করেন যে মৃত ব্যক্তির বেপরোয়া ও অবহেলাপূর্ণ গাড়ি চালানোর কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। অন্যদিকে, অপরাধমূলক গাড়ির বীমাকারী দুর্ঘটনার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে, অপরাধমূলক গাড়ির চালকের বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।

৫.৪) আবেদনের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল ৯টি বিষয় তৈরি করে। সাক্ষ্য গ্রহণের পর ট্রাইব্যুনাল তার বিতর্কিত রায় ২৭.০১.২০০০ তারিখের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নির্ধারণ করতে অগ্রসর হয়। ট্রাইব্যুনাল দুর্ঘটনার ঘটনা এবং আবেদনকারী নয় এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই রায় দেয় যে, বিতর্কিত তেলের ট্যাঙ্কারটি বেপরোয়া ও অবহেলার সাথে চালানোর কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ট্রাইব্যুনাল আরও বলে যে, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তানরা তার উপর নির্ভরশীল এবং তার বাবা-মা সামান্যভাবে তার উপর নির্ভরশীল।

৫.৫) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নে, ট্রাইব্যুনাল ০১.১২.১৯৯৫ তারিখে মৃত ব্যক্তির বেতন-ভাতা সম্পর্কে দাবিদারদের সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে; তার সহকর্মীদের ১৯৯৫ সালে সহযোগী ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল; তারও এই পদোন্নতির সম্ভাবনা ছিল; এবং সহযোগী ভাইস প্রেসিডেন্টের বেতন ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সংশোধিত করা হয়েছিল। অতএব, নিয়োগকর্তা কোম্পানিতে সহযোগী ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সংশোধিত বেতন-ভাতা অনুসারে, মৃত ব্যক্তির আয় ৩,৫১,০০০ টাকা/- টাকা নির্ধারণ করা ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে। এরপর, ট্রাইব্যুনাল মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ কেটে নেয় এবং এইভাবে, বার্ষিক নির্ভরশীলতার ক্ষতি ২,৩৪,০০০ টাকা/- টাকা করে নেয় এবং ১৬ এর গুণক প্রয়োগ করার পর, দাবিদারদের আর্থিক ক্ষতি ২,৩৪,০০০ টাকা নির্ধারণ করে। ৩৭,৪৪,০০০/- টাকা। ট্রাইব্যুনাল মৃতদেহ পরিবহনের জন্য ২৫,০০০/- টাকা এবং অন্যান্য খরচের জন্য ২০০০/- টাকা প্রদান করে এবং অবশেষে দাবিদারদের ৩৭,৭১,০০০/- টাকা প্রদান করে। ট্রাইব্যুনাল দাবির আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে ১২% বার্ষিক সুদও অনুমোদন করে। ১৯৯৬ সালের ৮০ নং। ট্রাইব্যুনাল মৃত ব্যক্তির মা এবং বাবাকে ১,০০,০০০/- টাকা প্রদানের অনুমতি দেয়, যদিও তারা ৭৮ বছর বয়সী এবং মৃত ব্যক্তির উপর সামান্য নির্ভরশীল ছিল; এবং বাকি পরিমাণ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়।

৫.৬)ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে, ১৯৯৬ সালের এম. এ. সি. টি মামলা নং ৮৪-এর দাবিদাররা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন, অন্যদিকে বীমা সংস্থা দুটি পৃথক আপিল পছন্দ করেছিল যা রায়ের ফলাফলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য।

৫.৭) হাইকোর্ট ০৬.০৭.২০১৮ তারিখের বিতর্কিত রায়ে প্রথমত বীমাকারীর পক্ষ থেকে দুর্ঘটনার কারণ ও বাস্তবতা সম্পর্কে উত্থাপিত যুক্তিগুলি খারিজ করে দেয় এবং ট্রাইবুনেলের অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত করে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিষয়ে, হাইকোর্ট প্রণয় শেঠি ও সরলা ভার্মার (উপরে) মামলার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রিবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণের উপর বৃদ্ধি করতে অগ্রসর হয়। উচ্চ আদালত ১৯৯৬ সালে মৃত ব্যক্তির প্রত্যাশিত পদোন্নতির উপর সম্ভাব্য বর্ধিত পারিশ্রমিকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং পরবর্তী বেতন স্কেলের সংশোধনের ভিত্তিতে আয়ের ক্ষতির মূল্যায়নের ভিত্তি গ্রহণ করেনি।

অতএব, হাইকোর্ট বার্ষিক মূল ভাতা ৩,২১,৮০১.৬০ টাকা ধরে এবং আয়কর হিসেবে ২০,০০০ টাকা কেটে নিয়ে ৩,০০,০০০ টাকায় পরিণত করে। এরপর হাইকোর্ট ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য ৪০% বৃদ্ধির বিধান করে এবং পাঁচজন নির্ভরশীলের কথা বিবেচনা করে মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য এক-চতুর্থাংশ কর্তন করে। এইভাবে, হাইকোর্ট ৩,১৫,০০০ টাকার গুণে পৌঁছে এবং ৩৮ বছর বয়সে মৃত ব্যক্তির বয়স বিবেচনা করে ১৫ এর গুণক প্রয়োগ করে ৪৭,২৫,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি গণনা করে। হাইকোর্ট আরও কনসোর্টিয়ামের ক্ষতির জন্য ৪০,০০০ টাকা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচের জন্য ১৫,০০০ টাকা এবং সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ১৫,০০০ টাকা প্রদান করে। তদনুসারে, হাইকোর্ট মোট ক্ষতিপূরণ ৪৭,৯৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ করে এবং তা ৪৮,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করে। তবে, হাইকোর্ট ৭.৫% বার্ষিক সুদের অনুমতি দিয়েছে, এবং রায় দিয়েছে যে অপরাধী গাড়ির সাথে সম্পর্কিত বিবাদীরা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে বাধ্য। বন্টনের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে ২৬,০০,০০০/- টাকা, মৃত ব্যক্তির পুত্রকে ৮,০০,০০০/- টাকা, মৃত ব্যক্তির কন্যাকে ১০,০০,০০০/- টাকা এবং মৃত ব্যক্তির মা ও বাবাকে ২,০০,০০০/- টাকা প্রদানের অনুমতি দিয়েছে।

৬) হাইকোর্টের রায়ের সমালোচনা করে, বীমাকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছেন যে হাইকোর্ট রিলায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম শশী শর্মা ও অন্যান্যরা: ২০১৬ এ.সি.জে. ২৭২৩ (এস.সি.) মামলায় বর্ণিত নীতিগুলি বিবেচনা না করে এবং প্রয়োগ না করে এবং মৃত ব্যক্তির নিয়োগকর্তার কাছ থেকে দাবিদারদের প্রাপ্ত এক্স-গ্রাশিয়ার পরিমাণ কেটে না নিয়ে ভুল করেছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে মোট বার্ষিক মোট বেতন গণনা করার সময় হাইকোর্ট পরিবহন ভাতা, কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত বিশেষ বেতন এবং কোম্পানির লিজ আবাসনের মতো কিছু অর্থ বিবেচনা করেছে, যদিও এই ধরনের ভাতা কাটা উচিত ছিল। বিপরীতে, দাবিদারদের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেবেন যে হাইকোর্টের পরিবর্তিত রায়ের উপর বৃদ্ধির জন্য একটি স্পষ্ট যুক্তি তৈরি করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির বার্ষিক আয়ের অঙ্ক ৩,৫১,০০০/- টাকা থেকে কমিয়ে ৩,২১,৮০১.৬০ টাকা করে এবং আরও কমিয়ে ১,০০০টাকা করে। ৩,০০,০০০/- এবং তারপর, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুমোদিত ১২% বার্ষিক সুদের হারের বিপরীতে ৭.৫% বার্ষিক সুদের হার কমিয়ে আনা হয়। বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুমোদিত সুদের হার ১৯৯৫ সালে দুর্ঘটনার সময় ঋণের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং এটি হ্রাস করা উচিত ছিল না। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছেন যে বার্ষিক আয়ের মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করা ভাতা

এবং সুবিধার কয়েকটি উপাদান মৃত ব্যক্তির যৌথ বেতন প্যাকেটের অংশ ছিল এবং দাবিদাররাও মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল থাকাকালীন এই ধরনের ভাতার সুবিধাভোগী ছিলেন। দাবিদারদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগকর্তার দ্বারা প্রদত্ত এক্স গ্রেশিয়া প্রদানের বিষয়ে জমা দেওয়া যুক্তিগুলির বিরোধিতা করেছেন যে সেবাস্তিয়ানি লাকরা এবং অন্যান্যরা বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও অন্যান্যরা: ২০১৯ এসিজে ৩৪ (এসসি)-এর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে মোট ক্ষতিপূরণ থেকে এই পরিমাণ কেটে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৭) প্রতিদ্বন্দ্বীদের জমা দেওয়া বিষয়গুলি উদ্বেগজনকভাবে বিবেচনা করে এবং নথিটি পরীক্ষা করে দেখার পর, আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে এই মামলায় হাইকোর্টের সংশোধিত রায়টি ন্যায্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে রয়ে গেছে এবং এই আপিলগুলির কোনওটিতেই হস্তক্ষেপের কোনও মামলা করা হয়নি।

৮) এটি সামান্য রয়ে গেছে, এবং অতিরিক্ত জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই, যে মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮ ('১৯৮৮ সালের আইন')-এর ক্ষতিপূরণ দাবির পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময়, দাবিদার/দের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করার জন্য 'প্রচেষ্টা' করা হয়েছে। **শশী শর্মার** (উপরে) ক্ষেত্রে, এই আদালত ১৯৮৮ সালের আইনের প্রেক্ষাপটে 'ন্যায়সঙ্গত' অভিব্যক্তিটির অর্থ সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়গুলি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

"১৭..... ১৯৮৮ সালের আইনে "ক্ষতিপূরণ" শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি অনুসারে, এর অর্থ হল মোটর দুর্ঘটনার ফলে পরিবারের সদস্যের আকস্মিক এবং অকাল মৃত্যুর ফলে সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য দাবিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৯৮৮ সালের মোটরযান আইনের দুটি মূল নীতি কার্যকর। প্রথমত, ক্ষতিপূরণের পরিমাপ ন্যায্য এবং পর্যাপ্ত হতে হবে; এবং দ্বিতীয়ত, ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে দাবিদারদের উপর কোনও দ্বিগুণ সুবিধা হস্তান্তর করা উচিত নয়। ১৯৮৮ সালের আইনের ১৬৮ ধারা প্রথম নীতিটি স্পষ্ট করে। সেই বিধানের উপ-ধারা (১) স্পষ্ট করে যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ন্যায্য হতে হবে। "ন্যায়সঙ্গত" শব্দের অর্থ হল - ন্যায্য, পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত। এটি ল্যাটিন শব্দ "জাস্তাস" থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ সঠিক এবং ন্যায্য। হরিয়ানা রাজ্য বনাম জসবীর কৌরের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "ন্যায়সঙ্গত" অভিব্যক্তিটি বোঝায় যে পরিমাণটি ন্যায়সঙ্গত, ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত এবং স্বেচ্ছাচারী নয়।

সরলা ভার্মা বনাম ডিটিসির অনুচ্ছেদ ১৬-এ, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ক্ষতিপূরণ "কোনও উপহার, অনুদান বা লাভের উৎস হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।" তবে, এটি প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতে পারে, যে পরিমাণ ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ হবে।

৯)বর্তমানের মতো ক্ষেত্রে, যানবাহন দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কিত ক্ষেত্রে, "ন্যায়সঙ্গত" ক্ষতিপূরণ প্রদানের যে কোনও প্রক্রিয়ায় এমন পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির মূল্যায়ন জড়িত থাকে যা যুক্তিসঙ্গতভাবে ভুক্তভোগীর মৃত্যুর কারণে দাবিদারদের দ্বারা ভোগ করা নির্ভরতার ক্ষতি হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। অন্য কথায়, এই ধরনের প্রক্রিয়া, তার প্রকৃতির দ্বারা, আর্থিক অবদানের মূল্যায়ন জড়িত যা দাবিদাররা দুর্ঘটনার কারণে অকাল সমাপ্তির মুখোমুখি না হলে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।এই ধরনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে, যদিও কিছু মৌলিক তথ্য, যেমন মৃত ব্যক্তির বয়স, চাকরি এবং আয় এবং তাদের নির্ভরশীলতার পরিমাণ সহ নির্ভরশীলদের সংখ্যা, নথিভুক্ত প্রমাণ থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে, তবুও, বেশ কয়েকটি অনিশ্চিত কারণও কার্যকর হয়, যেমন মৃত ব্যক্তির ভবিষ্যতের সম্ভাবনা এবং মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন অপ্রতিরোধ্য বিষয়।যেহেতু এই প্রক্রিয়ায়, তার প্রকৃতিতে, যথেষ্ট পরিমাণে অনুমান-কাজ জড়িত, তাই এই আদালত বছরের পর বছর ধরে বেশ কয়েকটি নীতি বিকশিত ও প্রয়োগ করেছে যাতে যতদূর সম্ভব, মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি অভিন্ন থাকে, একই রকম পরিস্থিতিতে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বৈষম্য রোধ করা যায়। অতীতের বিপুল সংখ্যক সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বর্তমান উদ্দেশ্যটি অতিক্রম করার প্রয়োজন নেই, বিশেষত এই কারণে যে মূল পরামিতিগুলি প্রণয় শেঠি (উপরে)-র বৃহত্তর বেঞ্চের সিদ্ধান্তের সাথে ব্যাখ্যা করা এবং মানসম্মত করা হয়েছে, যেখানে এই আদালত সরলা ভার্মার (উপরে) দুই বিচারকের বেঞ্চের সিদ্ধান্তে বর্ণিত পরামিতিগুলিকে আংশিকভাবে সংশোধন করেছে এবং নীচের নীতিগুলি নির্ধারণ করেছেঃ

৫৯.৩) আয় নির্ধারণের সময়, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য মৃত ব্যক্তির আয়ের সাথে প্রকৃত বেতনের ৫০ শতাংশ যোগ করা উচিত, যেখানে মৃত ব্যক্তির স্থায়ী চাকরি ছিল এবং বয়স ৪০ বছরের কম ছিল। যদি মৃতের বয়স ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হয় তবে যোগ করা উচিত ৩০ শতাংশ। যদি মৃত ব্যক্তির বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হয় তবে যোগ করা উচিত ১৫ শতাংশ, প্রকৃত বেতনকে প্রকৃত বেতনবিহীন কর হিসাবে পড়তে হবে।

৫৯.৪) যদি মৃত ব্যক্তি স্বনিযুক্ত অথবা নির্দিষ্ট বেতনে থাকেন, তা হলে নির্ধারিত আয়ের ৪০ শতাংশের অতিরিক্ত পরোয়ানা হওয়া উচিত যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ বছরের কম। যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে, সেখানে ২৫ শতাংশ এবং যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে, সেখানে ১০ শতাংশ যোগ করাকে গণনার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। 'প্রতিষ্ঠিত আয়' মানে করের উপাদান বাদ দিয়ে আয়।

৫৯.৫) গুণফল নির্ধারণের জন্য, ব্যক্তিগত এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য ছাড়, ট্রাইবুনেল এবং আদালতগুলি সরলা বর্মার ৩০ থেকে ৩২ অনুচ্ছেদ দ্বারা পরিচালিত হবে যা আমরা আগে এখানে পুনরুত্পাদন করেছি।

৫৯.৬) গুণকের নির্বাচন হবে সরলা ভার্মার সারণিতে নির্দেশিত-সেই রায়ের ৪২ অনুচ্ছেদ সহ পড়ুন।

৫৯.৭) গুণক প্রয়োগের জন্য মৃত ব্যক্তির বয়সই ভিত্তি হওয়া উচিত।

৫৯.৮) সম্পত্তির ক্ষতি, কনসোর্টিয়ামের ক্ষতি এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা এবং ১৫,০০০ টাকা হওয়া উচিত। প্রতি তিন বছরে উপরোক্ত পরিমাণ ১০ শতাংশ হারে বাড়ানো উচিত।

৯.১) উপরে উদ্ধৃত নীতিগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য, সরলা ভার্মার (উপরে) ৩০ থেকে ৩২ অনুচ্ছেদ এবং ৪২ অনুচ্ছেদও নোট করা উপযুক্ত হবে যা নিম্নরূপঃ-

৩০)যদিও কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং জীবনযাত্রার খরচের জন্য ছাড় ত্রিলোকচন্দ্রের নির্দেশিত এককগুলির ভিত্তিতে গণনা করা হয়, তবে সাধারণ অনুশীলনটি হল প্রমিত ছাড়গুলি প্রয়োগ করা। এই আদালতের পরবর্তী বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার পরে, আমরা এই মত পোষণ করি যে যেখানে মৃত ব্যক্তি বিবাহিত ছিলেন, সেখানে মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য ছাড় হওয়া উচিত এক-তৃতীয়াংশ (১/৩য়) যেখানে নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা ২,১০৩, এক-চতুর্থাংশ (১/৪) যেখানে নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা ৪ থেকে ৬, এবং এক-পঞ্চমাংশ (১/৫ম) যেখানে নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা ছয় ছাড়িয়ে যায়।

৩১) যেখানে মৃত ব্যক্তি অবিবাহিত ছিলেন এবং দাবিদাররা হলেন পিতামাতা, সেখানে ছাড় একটি ভিন্ন নীতি অনুসরণ করে। অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে, সাধারণত ৫০ শতাংশ ব্যক্তিগত এবং জীবনযাত্রার ব্যয় হিসাবে কাটা হয়, কারণ এটি ধরে নেওয়া হয় যে একজন অবিবাহিত ব্যক্তি নিজের জন্য বেশি ব্যয় করবে। অন্যথায়, অল্প সময়ের মধ্যে তার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, যে ক্ষেত্রে পিতামাতা (গুলি) এবং ভাইবোনদের অবদান ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উপরন্তু, বিপরীত প্রমাণ সাপেক্ষে, বাবার নিজের আয় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং নির্ভরশীল হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং একা মাকে নির্ভরশীল হিসাবে বিবেচনা করা হবে।বিপরীতে প্রমাণের অভাবে, ভাই-বোনদের নির্ভরশীল হিসাবে বিবেচনা করা হবে না, কারণ তারা হয় স্বাধীন এবং উপার্জনকারী হবে, অথবা বিবাহিত হবে, অথবা পিতার উপর নির্ভরশীল হবে।

৩২) এইভাবে, মৃত ব্যক্তির বাবা-মা ও ভাই-বোন বেঁচে থাকলেও, শুধুমাত্র মাকে নির্ভরশীল হিসাবে বিবেচনা করা হবে, এবং ৫০ শতাংশ ব্যাচেলর ব্যক্তিগত ও জীবনযাত্রার ব্যয় হিসাবে এবং ৫০ শতাংশ পরিবারের অবদান হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে, যেখানে ব্যাচেলর পরিবার বড় এবং মৃত ব্যক্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন তার বিধবা মা এবং বিপুল সংখ্যক কম বয়সী অ-উপার্জনকারী বোন বা ভাই রয়েছে, তার ব্যক্তিগত ও জীবনযাত্রার ব্যয় এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে এবং পরিবারে অবদান দুই-তৃতীয়াংশ হিসাবে নেওয়া হবে।

৪২) সুতরাং, আমরা মনে করি যে ব্যবহার করার গুণকটি সারণির কলাম (৪)-এ উল্লিখিত হওয়া উচিত, যা ১৮-এর কার্যকরী গুণক দিয়ে শুরু হয় (১৫ থেকে ২০ এবং ২১-১০-২৫ বছর বয়সীদের জন্য), প্রতি পাঁচ বছরে একটি ইউনিট হ্রাস করা উচিত, অর্থাৎ ২৬ থেকে ৩০ বছরের জন্য এম-১৭,৩১ থেকে ৩৫ বছরের জন্য এম-১৬,৩৬ থেকে ৪০ বছরের জন্য এম-১৫,৪১ থেকে ৪৫ বছরের জন্য এম-১৪ এবং ৪৬ থেকে ৫০ বছরের জন্য এম-১৩, তারপর প্রতি পাঁচ বছরে দুটি ইউনিট হ্রাস করা উচিত, অর্থাৎ ৫১ থেকে ৫৫ বছরের জন্য এম-২,৫৬ থেকে ৬০ বছরের জন্য এম-৯,৬১ থেকে ১০-৬৫ বছরের জন্য এম-৭ এবং ৬৬ থেকে ৭০ বছরের জন্য এম-৫।

১০) বর্তমান মামলায় উপরোক্ত নীতিগুলি প্রয়োগ করে, আমরা দেখতে পাই যে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে গুণিতকের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক ত্রুটি এবং ত্রুটি ছিল।

ট্রাইব্যুনাল, মৃত ব্যক্তির শেষ টানা পারিশ্রমিক গ্রহণের পরিবর্তে, প্রত্যাশিত পদোন্নতি এবং বেতন পুনর্বিবেচনার পরে তার বর্ধিত প্রজেক্টেড পারিশ্রমিক নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে, এরপরে, ট্রাইব্যুনাল আর কোনও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ব্যবস্থা করেনি। ট্রাইব্যুনাল কর উপাদানের জন্য কোনও ছাড় দেয়নি। উপরন্তু, ট্রাইব্যুনাল মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য এক-তৃতীয়াংশ কেটে নিয়েছে যদিও তার উপর পাঁচজন নির্ভরশীল ছিল। তারপর, ট্রাইব্যুনাল ১৬-এর গুণক প্রয়োগ করে। স্পষ্টতই, ট্রাইব্যুনাল দ্বারা করা মূল্যায়নকে গ্রহণ করা যেত না, কারণ এটি প্রণয় শেঠি (উপরে)-র নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

১১)অন্যদিকে, হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির শেষ তোলা ভাতার অঙ্কটি গ্রহণ করে এবং আয়কর থেকে কর্তন করে। এরপর, হাইকোর্ট ভবিষ্যতের সম্ভাব্যদের জন্য ৪০% হারে অর্থ প্রদান করে এবং ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য এক-চতুর্থাংশ কর্তন করে। এই পদ্ধতিতে, হাইকোর্ট গুণিতকের অঙ্কটি ৩,১৫,০০০/- টাকায় পৌঁছে। এই গুণিতকের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট মৃত ব্যক্তির ৩৮ বছর বয়স বিবেচনা করে ১৫ এর গুণক প্রয়োগ করে এবং তাই, আর্থিক ক্ষতি ৪৭,২৫,০০০/- টাকায় গণনা করে। যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে, হাইকোর্ট আরও কনসোর্টিয়ামের ক্ষতির জন্য ৪০,০০০/- টাকা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচের জন্য ১৫,০০০/- টাকা এবং সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ১৫,০০০/- টাকা প্রদান করে; এবং অবশেষে মোট ক্ষতিপূরণ ৪৭,৯৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ করে, যা মোট ৪৭,৯৫,০০০/- টাকা ৪৮,০০,০০০/-টাকা।

১১.১)হাইকোর্টের এই মূল্যায়ন প্রণয় শেঠীতে (উপরে) বর্ণিত নীতিগুলির সঙ্গে কমবেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। একমাত্র সন্দেহজনক বিষয় হল যে, উচ্চ আদালত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির শেষ পাওয়া পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে মাত্র ৪০ শতাংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে এবং ৫০ শতাংশ নয়, যদিও তিনি ভবিষ্যতে পদোন্নতির সম্ভাবনা এবং বেতন পুনর্বিবেচনার সম্ভাবনা সহ একটি স্থায়ী চাকরিতে রয়েছেন বলে দেখানো হয়েছিল। তবে, বর্তমান মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, আমরা উল্লিখিত বিভিন্ন কারণের জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণের কোনও পরিবর্তন বিবেচনা করছি না।

১২) মৃত ব্যক্তির নিয়োগকর্তার কাছ থেকে ভাড়াটিয়াদের দ্বারা প্রাপ্ত এককালীন অর্থপ্রদানের প্রশ্নটি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মৃত ব্যক্তির এক বছরের মোট বেতন হিসাবে মালিকের দ্বারা দাবিদারদের এককালীন অর্থমূল্য, ৩,২১,৮০১ টাকা প্রদান করা হয়েছিল। শশী শর্মার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, বীমাকারীর পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে দাবিদারদের দ্বারা প্রাপ্ত এক্স-গ্রাশিয়া পরিমাণ কেটে নেওয়া প্রয়োজন।

এটি লক্ষণীয় যে **শশী শর্মার** মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ মৃত সরকারি কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য হরিয়ানা সহানুভূতিশীল সহায়তা বিধি, ২০০৬ ('২০০৬-এর বিধি')-এর বিধি ৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে মৃত ব্যক্তির আইনি উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ প্রদানের বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিল, যার অধীনে, কোনও সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পরে, পরিবারটি বিধিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মৃত কর্মচারীর দ্বারা শেষবার নেওয়া বেতন এবং অন্যান্য ভাতার সমপরিমাণ আর্থিক সহায়তা পেতে থাকবে এবং উক্ত সময়ের পরে, পরিবারটি পারিবারিক পেনশন পাওয়ার অধিকারী হবে।পরিবারটি এক বছরের জন্য সরকারি বাসস্থান বজায় রাখার পাশাপাশি ২৫,০০০/- টাকা এক্স গ্রেশিয়া হিসাবে প্রদানের অধিকারী হবে।[১]

১২.১) **শশী শর্মার** ক্ষেত্রে উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি সেবাস্তিয়ানি লাকড়া (উপরে) মামলায় এই আদালতের আরও তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা ব্যাখ্যা ও আলাদা করা হয়েছেঃ-

১০) **শশী শর্মার** মামলা, ২০১৬ এ.সি.জে. ২৭২৩ (এস.সি.), এই আদালত হরিয়ানা কম্প্যাশনেট অ্যাসিস্ট্যান্স টু দ্য ডিসেড্যান্টস অফ ডিসেজড গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ বিধি,

১) **শশী শর্মা** মামলায় বিবেচনা করা ২০০৬ সালের বিধিগুলি নিম্নরূপ ছিলঃ

৫) আর্থিক সহায়তার মানদণ্ড (১) কোনও সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পরে, কর্মচারীর পরিবার আর্থিক সহায়তা হিসাবে পেতে থাকবে-একটি নির্দিষ্ট দাবি উত্থাপন না করে মৃত কর্মচারীর দ্বারা শেষবার স্বাভাবিক কোর্সে নেওয়া বেতন এবং অন্যান্য ভাতার সমান পরিমাণ-

(ক) কর্মচারীর মৃত্যুর তারিখ থেকে কার্যকর বছরের জন্য, যদি তার মৃত্যুর সময় কর্মচারী পঁয়ত্রিশ বছর বয়স অর্জন না করে থাকে;

(খ) বার বছর বা তার তারিখ পর্যন্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণের বয়স অর্জনের পরে সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতেন, যেটিই হোক না কেন, যদি 'কর্মচারী তার মৃত্যুর সময় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স অর্জন করেছিলেন কিন্তু আটচল্লিশ বছর বয়স অর্জন করেননি;

(গ) কর্মচারীর বয়স যদি আটচল্লিশ বছর হয়ে থাকত, তা হলে সাত বছরের জন্য বা যে তারিখ পর্যন্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণের বয়স অর্জনের পর সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিতেন।

(২) যে সময়কালে তিনি উপরের মতো আর্থিক সহায়তা পান তার পরেই পরিবারটি স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী পারিবারিক পেনশন পাওয়ার যোগ্য হবে।

(৩) সরকারি বাসভবনে কর্মরত মৃত সরকারি কর্মচারীর পরিবার কর্মচারীর মৃত্যুর তারিখ থেকে এক বছরের জন্য স্বাভাবিক ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে বাসস্থান বজায় রাখবে।

(৪) কোনও সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর তারিখ থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে, রুটি উপার্জনকারীর ক্ষতির তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে মৃত 'কর্মচারীর পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকার এককালীন সহায়তা প্রদান করা হবে।

(৫) সহায়তার গণনার উদ্দেশ্যে বাড়ির ভাড়া ভাতা ভাতার অংশ হবে না।

২০০৬ (সংক্ষেপে 'উল্লিখিত নিয়ম') এর বিধি ৫(১) অনুসারে মৃত ব্যক্তির আইনি উত্তরাধিকারীদের দেওয়া অর্থপ্রদানের বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিল। বিধিমালা ৫ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের জন্য মৃত কর্মচারীর দ্বারা শেষবার নেওয়া বেতন এবং অন্যান্য ভাতার সমপরিমাণ অর্থ পেতে থাকবে এবং উক্ত সময়ের পরে পরিবার পারিবারিক পেনশন পাওয়ার অধিকারী ছিল। পরিবারটি এক বছরের জন্য সরকারি বাসস্থান বজায় রাখার পাশাপাশি এক্স গ্রেশিয়া হিসাবে ২৫,০০০ টাকা রাখারও অধিকারী ছিল।এই মামলায়, তিন বিচারপতির বেঞ্চ হেলেন সি রেবেলোর ১৯৯৯ সালের এসিআই ১০ (এসসি) মামলায় নির্ধারিত নীতিগুলিকে সমর্থন করে, প্যাট্রিসিয়া জিন মহাজনের ২০০২ সালের এসিজে ১৪৪১ (এসসি) মামলায় অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে বিমল কানওয়ারের ২০১৩ সালের এসিজে ১৪৪১ (এসসি) মামলার সিদ্ধান্ত হেলেন সি রেবেলো বা প্যাট্রিসিয়া জিন মহাজনের মামলার (উপরে) বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নেয়নি। নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি প্রাসঙ্গিকঃ

"(১২) হেলেন সি. রেবেলো মামলায় এই সিদ্ধান্তে যে নীতিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মোটরযান আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ গণনা করার জন্য সাধারণ আইনের অধীনে সাধারণ নীতিগুলির প্রয়োগ মোটরযান আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ গণনা করার জন্য প্রয়োগ করা যাবে না। এছাড়াও, যে কোনও উৎস থেকে 'আর্থিক সুবিধা' অবশ্যই মোটর দুর্ঘটনার কারণে হওয়া আঘাত বা মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। এইভাবে নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি হল ১৯৩৯ সালের মোটরযান আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির সঠিক বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা, এবং অবশ্যই মোটরযান আইন, ১৯৮৮-এর সংশ্লিষ্ট বিধানগুলিতে যথাযথ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।প্যাট্রিসিয়া জিন মহাজনের মামলা, ২০০২ এসিজে ১৪৪১ (এসসি)-এর দুই বিচারপতির বেঞ্চের পরবর্তী সিদ্ধান্তে এই নীতিটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে 'সামাজিক সুরক্ষা ক্ষতিপূরণ' এবং 'জীবন বীমা পলিসি'-র মাধ্যমে মৃতের উপর নির্ভরশীলদের দ্বারা প্রাপ্য পরিমাণ কেটে নেওয়ার জন্য বীমা সংস্থার যুক্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

যাইহোক, এই প্রকল্পটি মোকাবেলা করার সময় আদালত বলেছে যে একটি সুরেলা পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং

মোটরযান আইনের অধীনে প্রদেয় ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য, কর্মচারীর সর্বশেষ তোলা 'বেতন এবং অন্যান্য ভাতা' শিরোনামের অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির অধীনে প্রাপ্ত পরিমাণ বাদ দেওয়া উপযুক্ত হবে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে নীতিগতভাবে এই আদালত হেলেন সি রেবেলো বা প্যাট্রিসিয়া জিন মহাজন (উপরে)-তে নির্ধারিত প্রস্তাবের সাথে একমত হয়নি, তবে ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে পৌঁছানোর সময়, এটি সংবিধিবদ্ধ বিধিগুলির অধীনে প্রাপ্ত বেতন কেটে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

১২.২) বর্তমান ক্ষেত্রেও এটা দেখানো হয়নি যে দাবিদারদের দ্বারা প্রাপ্ত অনুগ্রহের পরিমাণ কোনও পরিষেবা বিধির অধীনে ছিল কি না এবং অবিচ্ছিন্ন সহায়তার হবে, যেমনটি 'শশী শর্মা (উপরে)-র ক্ষেত্রে ২০০৬ সালের বিধি অনুসারে বিবেচনা করা হয়েছিল। সামগ্রিক বিশ্লেষণে এবং সেবাস্তিয়ানি লাকড়া (উপরে)-র সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে, আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে শশী শর্মার সিদ্ধান্ত বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পরিমাণের কোনও ছাড়ের প্রয়োজন হবে না।

১২.৩) উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও, যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে, হাইকোর্ট ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বৃদ্ধির জন্য কেবল ৪০ শতাংশের বিধান করেছে, যদিও মৃত ব্যক্তি একটি স্থায়ী চাকরিতে ছিলেন এবং স্ব-নিযুক্ত বা নির্দিষ্ট বেতনে ছিলেন না। যদি কোনও দাবি করা হয় যে দাবিদারদের দ্বারা প্রাপ্ত সহায়তা বা মৃত ব্যক্তির প্রাপ্ত ভাতার অংশগুলি নির্দিষ্ট ছাড় দেওয়ার জন্য বিবেচনায় নেওয়া দরকার, তবে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার মাধ্যমে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি কার্যকরভাবে এই ধরনের কোনও প্রস্তাবিত ছাড়কে বন্ধ করে দেবে।অন্য কথায়, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, হাইকোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যুক্তিসঙ্গত রয়ে গেছে এবং এটিকে অত্যধিক বা খুব কম বলা যায় না যাতে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

১৩)সুদের হার সম্পর্কে দাবিদারদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা যুক্তিগুলির ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। ট্রাইব্যুনাল বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ মঞ্জুর করেছিল। তবে এই বিষয়গুলিতে সাধারণত যা কল্পনা করা হয় তার তুলনায় এটি খুব বেশি ছিল। 'হাইকোর্ট, পুরষ্কারের পরিমাণের যথেষ্ট বৃদ্ধি করার পরে, যুক্তিসঙ্গত হারে ৭.৫ শতাংশ হারে সুদের উপাদানটি সংশোধন করেছে এবং আমরা এই বিষয়ে হাইকোর্টের অনুমোদিত হারের চেয়ে বেশি হারে সুদের অনুমতি দেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

১৪) উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল হল যে, আমাদের দৃষ্টিতে, হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাবিদারদের দ্বারা শেষ পর্যন্ত প্রাপ্য পরিমাণ ন্যায্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে রয়ে গেছে এবং হস্তক্ষেপের কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি।

১৫) তদনুসারে, এই দুটি আপিলই ব্যর্থ হয় এবং খারিজ করা হয়।

দিব্যা পান্ডে

আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal